বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউ.এ.ই

গঠনতন্ত্র

সংশোধনী ২০২৩ ইং

[সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, এই সংবিধান সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হবে]

ধারা-০১. নামকরণ

ক) এই সংগঠন এর নাম হবে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউ.এ.ই (বিপিসি, ইউএই) এবং ইংরেজিতে "Bangladesh Press Club UAE".

ধারা-০২. প্রতিষ্ঠাকাল ও সংগঠন এর প্রতিক

ক) বিপিসি, ইউএই'র সূচনা ৬ নভেম্বর ২০১৮ থেকে ও সংগঠনের প্রতিক নিম্নে দেওয়া হলো। (লোগো)

ধারা-০৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) সুষ্ঠ সাংবাদিকতার বিকাশ ও চর্চা, বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা, দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

খ) সাংবাদিক বুনিয়াদি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদের মান উন্নয়ন করা।

গ) জনসেবামূলক ও জন সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও অংশগ্রহন করা।

ঘ) সাংগঠনিক ভাবে সকলের সাথে সম্বনয় সাধন করা।

ধারা-০৪. সদস্যপদ ও প্রয়োজনীয় শর্তাদি

ক) দেশ ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত / প্রচারিত আরব আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশী সকল গণমাধ্যমের সম্পাদক / প্রতিনিধি / সংবাদদাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য হতে পারবেন।

খ) কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদদাতাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বেকার স্থায়ী নিয়োগপত্র এবং প্রেস কার্ড থাকতে হবে।

গ) কর্মরত মিডিয়ায় উক্ত তিন মাসের মধ্যে নাম সহকারে প্রকাশিত সংবাদ বা প্রতিবেদন হয়েছে এমন প্রমাণ সদস্য ফরমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ঘ) কর্মরত প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম ও প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ) বিপিসি, ইউএই'র নির্ধারিত সদস্য ফরমে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন অবশ্যই সাধারণ সভায় গৃহীত হতে হবে।

চ) আমিরাতে বৈধতার প্রমান হিসেবে এমিরেটস্ আই ডি অথবা পাসপোর্ট ও ভিসার কপি সংযুক্ত করতে হবে।

ছ) আবেদনকৃত ইচ্ছুক প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করতে প্রয়োজনে ৬ (ছয়) মাস পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

ধারা-০৫. সংগঠনের সদস্যপদ চার ধরণের হবে

ক) সাধারণ সদস্যঃ দেশ ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত / প্রচারিত আরব আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশী নিবন্ধনভুক্ত গণমাধ্যমের প্রতিনিধি / সম্পাদক / সংবাদদাতা শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে সদস্যপদ পেতে পারেন।

খ) সহযোগী সদস্যঃ দেশ ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত / প্রচারিত আরব আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশী অনিবন্ধনকৃত গণমাধ্যমের প্রতিনিধি / সম্পাদক / সংবাদদাতা শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে সদস্যপদ পেতে পারেন।

গ) সম্মানিত আজীবন সদস্যঃ যিনি সংগঠনের জন্য বিশেষ অবদান রেখেছেন অথবা যার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (নির্ধারিত অনুদান সাপেক্ষে) সংগঠনের সাধারণ সভায় মোট সদস্যের তিন চতুর্থাংশের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মানিত আজীবন সদস্যপদ দেয়া যেতে পারে।

ঘ) দাতা সদস্যঃ মিডিয়া বান্ধব অথবা সাংবাদিকদের কল্যাণে দান করতে ইচ্ছুক স্বনামধন্য এমন ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সংগঠনের দাতা সদস্য হতে পারবেন।

ধারা-০৬. সংগঠনের ভোটাধিকার

ক) সাধারণ সদস্যরা ভোট প্রদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার, কোনো প্রার্থীর নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করা, সদস্যপদ প্রত্যাহার ও বহিস্কার করা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে।

খ) সহযোগী সদস্যগণ ভোটাধিকার পাবেন না, নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ধারা-০৭. সদস্যপদ খারিজ, বহিষ্কার ও পদত্যাগ

ক) কোনো সদস্য যদি ১ বছর সাংবাদিক অথবা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত না থাকেন, তাহলে তার সদস্যপদ বহাল থাকবে না।
খ) পরপর তিন মাস যদি কোনো সদস্য মাসিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হন ও কার্যনির্বাহি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; তাহলে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হবে; যদি কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয় তবে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
গ) কোনো সদস্যের দেশ বিরোধী কর্মকান্ড, অসদাচরণ বা চাঁদাবাজীর জন্য যদি সাংবাদিকতার মহান পেশার সুনাম ক্ষুন্ন হয় অথবা কোনো সদস্য যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন যা সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী তবে তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটি সংশিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জরুরি সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
ঘ) যদি কোনো সদস্য পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে তিনি সংগঠনের সদস্য থাকবেন না। তবে সংশিষ্ট পদত্যাগকারীকে সেক্ষেত্রে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক বরাবর পদত্যাগপত্র লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে। কার্যকরী কমিটির সভায় পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তিনি আর সদস্য থাকবেন না। তবে সেক্ষেত্রে সংশিষ্ট পদত্যাগকারীকে তার নিকট সংগঠনের যদি কোনো সম্পদ থেকে থাকে তা ১ মাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। সে কোন সময় আর এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারবে না।

ধারা ৮. কার্যনির্বাহী পরিষদ

ক) সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা ৯. (সংশোধিত) কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো ও নির্বাচন

প্রতি দুই বছর অন্তর সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা নিম্নে বর্ণিত পদসমূহের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হতে পারবেন।

১ জন সভাপতি
১ জন সিনিয়র সহ সভাপতি
১ জন সহ সভাপতি
১ জন সাধারণ সম্পাদক
১ জন যুগ্ম সম্পাদক
১ জন সাংগঠনিক সাংগঠনিক সম্পাদক
১ জন অর্থ সম্পাদক
১ জন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১ জন দপ্তর সম্পাদক
২ জন নির্বাহী সদস্য

(ক) সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে এগার (১১) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে বিদায়ী কমিটি।

(খ) নির্বাচনে কোন প্যানেল বা পরিষদভুক্ত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না।
(গ) নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ না করলে কোন সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে না।
(ঘ) কোন সদস্য সংগঠনের সদস্যপদ পাওয়ার এক বছরের মধ্যে সংগঠনের কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।
(ঙ) নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে যারা বিগত দুই মেয়াদে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তার উক্ত পদে নির্বাচন করতে পারবেনা।
(চ) কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির একই পদে পরপর দু'বার নির্বাচিত হলে পরবর্তী নির্বাচনে একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তবে কমিটির নির্বাহী সদস্য পদে দুইবারের বেশি নির্বাচন করতে কোন বাধা থাকবে না।
(ছ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য পাঁচ (৫) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। সংগঠনের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে আজীবন সদস্যরা অথবা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব এ কমিশনের সদস্য হতে পারবেন। কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিবেচিত হবেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন অন্য সদস্যদের সহায়তা নিতে পারবেন।
(জ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ১৫ দিন আগে ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। ভোটার তালিকা প্রকাশের কমপক্ষে সাত (৭) দিন আগে নির্বাহী কমিটি কমিশনের কাছে ভোটার হওয়ার যোগ্য সদস্যদের নামের তালিকা হস্তান্তর করবে। অর্থাৎ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কমিশনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
ঝ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে তিন (৩) সপ্তাহ আগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন।
ঞ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এই আচরণ-বিধি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। কেউ এই আচরণ বিধি লংঘন করলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থিতা বাতিলসহ অন্য যে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
ট) কোন পদ শূন্য থাকলে নির্বাচিত কমিটি যোগ্য ব্যক্তিকে সাধারণ সভায় তিন চতুর্থাংশের অনুমোদন সাপেক্ষে সেই পদে নিয়োগ দিতে পারবেন।

ধারা ১০. কার্যনির্বাহি পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতিঃ

ক) সভাপতি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
গ) সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে সভাপতি সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন এবং যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
ঘ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র সহ-সভাপতির উপরে বর্ণিত সভাপতির সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।
ঙ) সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে সহ-সভাপতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদকঃ

ক) যে কোনো ব্যাপারে তিনি সভাপতির অনুমোদন ক্রমে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করবেন।
খ) তিনি সংগঠনের বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং তা কার্যকরী কমিটির সভায় উত্থাপনপূর্বক পাশ করিয়ে নেবেন।

গ) তিনি যে কোন আশু প্রয়োজনে ৩০০ (তিন শত) দেরহাম পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে খরচ করতে পারবেন।
ঘ) সংগঠনের সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব তিনি বহন করবেন।
ঙ) তিনি সংগঠনের পক্ষে সভাপতির পরামর্শক্রমে সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তিনি প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন।
চ) তিনি সংগঠনের যাবতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ
ক) কোষাধ্যক্ষ সব ধরনের খরচের হিসাব ভাউচারসহ ক্যাশ বইতে সংরক্ষণ করবেন। তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া অর্থ সভাপতি ও সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে সংগঠনের অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন।
খ) সংগঠনের অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ড ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে। অর্থ সম্পাদক যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং সাধারণ সভায় রিপোর্ট পেশ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সভায় পুর্ববর্তী সময়ের আয়-ব্যয় সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের অবহিত ও অনুমোদন করতে হবে।

সাংগঠনিক সম্পাদকঃ
ক) সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের বিকাশ ঘটানো, সাংগঠনিক কার্যক্রম সমস্যা সমাধানের তৎপর হবেন।
খ) প্রেসক্লাবের নতুন সদস্য নির্বাচনের পূর্বে সদস্যদের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।
এ বিষয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

দপ্তর সম্পাদকঃ
ক) প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদককে দপ্তরের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পালন করতে হবে।
খ) চাঁদা আদায়, যোগাযোগ ও পত্র সংরক্ষন, অফিস নিয়ন্ত্রনে তদারকি করবেন।
গ) এই ব্যাপারে প্রয়োজনে তিনি সদস্যদের সাহায্য নিতে পারবেন। এ ছাড়া নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করা তার দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ
ক) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ক্লাবের যে কোন সভা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করবেন। এছাড়া সাধারন সম্পাদকের পরামর্শক্রমে যে কোন যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন।

নির্বাহী সদস্যঃ
ক) প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্যগণ ক্লাবকে উন্নয়নমূখী করতে যে কোন অবদান রাখতে পারবেন।
খ) নির্বাহী পরিষদের যে কোন বিষয়ে পরামর্শ বা প্রস্তাব দিতে পারবেন।
গ) নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন উপকমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ১১. তহবিল গঠন
(ক) সদস্যদের চাঁদা, অনুদান, প্রকাশনা, উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আয় ও দেশী-বিদেশী সংস্থার দেয়া সহায়তার মাধ্যমে এই সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে, যার পূর্ণবিবরনী সাধারণ সভায় আলোচিত হবে।
(খ) সদস্যদের মাসিক চাঁদা হবে ২০ দিরহাম। যা প্রতি মাসে দিতে বাধ্য থাকবে অথবা অগ্রিম বছরে একবার এককালীন পরিশোধ করা যাবে।
(গ) সংগঠনের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (হিসাব) থাকবে। যা অর্থ সম্পাদকের সঙ্গে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক এবং সম্মানিত আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সহ মোট ৩ জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
(ঙ) সদস্যদের কল্যাণে এক বা একাধিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা যাবে। সহ সভাপতিদের মধ্য থেমে একজনকে প্রধান করে ও কার্যনির্বাহীর অন্য একজন সদস্যকে সচিব করে এই তহবিলের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অর্থ সম্পাদক এ তহবিলের অন্যতম সদস্য হিসাবে থাকবেন।
চ) কোনো সদস্য কখনো অসুস্থ হয়ে পড়েন তার সর্বপ্রকার খোঁজ খবর করা ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
ছ) যদি কোনো সদস্য একবারেই আমিরাত ত্যাগ করেন অথবা অবসরে যান, বিদায়কালীন সময় তাকে নূন্যতম ৩,০০০/- (তিন হাজার) দিরহাম অনুমোদন স্বাপেক্ষে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
জ) যদি কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করেন, তার পরিবারকে পরিষদের অনুমোদন স্বাপেক্ষে সর্বোচ্চ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।

ধারা ১২. বিবিধ
ক) প্রতিবছর একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বাৎসরিক সাধারণ সভা ছাড়া অন্য যে কোনো সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলে সেই সভা বিশেষ সাধারণ সভা হিসেবে গণ্য হবে।

খ) কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান করে সম্পাদক বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে নোটিশ/ইমেইল প্রদান করবেন। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরিভাবে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

ঙ) বিপিসি, ইউএই'র বার্ষিক আয়-ব্যয় একজন অডিটর দিয়ে নিরীক্ষণ করাতে হবে। অডিটর সভাপতির নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন। সভাপতি পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সেই নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

চ) কার্যকরী কমিটি সংগঠনের প্রয়োজনে উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। উপবিধিসমুহ পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুমোদিত হতে হবে।

ছ) এই গঠনতন্ত্র অথবা এর যে কোনো অঙ্গ বা অনুচ্ছেদ বার্ষিক সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

জ) যে দিন এই গঠনতন্ত্র সাধারণ সভায় গৃহিত হবে সেই দিন থেকেই গঠনতন্ত্র কার্যকারী হবে।

ঝ) যদি কোনো কারণে কোনো সময়ে সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে সংগঠন এর সকল দায়দায়িত্ব সংগঠনের সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপর সমভাবে বর্তাবে।

ঞ) প্রতি দুই মাসে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ট) প্রখ্যাত সাংবাদিকগন, যার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান আছে এমন ব্যক্তিবর্গকে কার্যনির্বাহীর এক তৃতীয়াংশের অনুমোদনের মাধ্যমে বিপিসি, ইউএই'র উপদেষ্টা পরিষদে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু যারা পেশাজীবী সাংবাদিক নয়, তাদের উপদেষ্টা পরিষদে রাখা যাবে না।

ঠ) সংগঠন বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে সচেষ্ট থাকবে।

ড) প্রতিষ্ঠাকালিন কার্যনির্বাহি সদস্যদেরকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গন্য করা হবে।

ঢ) বাংলাদেশ সমিতি ইউ.এ.ই'র সভাপতিকে পদাধিকার বলে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউ.এ.ইর উপদেষ্ঠা পরিষদে রাখা হবে।

ণ) প্রেস ক্লাবের সদস্যগণ আমিরাতে বাংলাদেশি অন্যকোনো গণমাধ্যমকর্মীদের সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না।

দ) একজন টেলিভিশন সাংবাদিকের রেফারেন্সে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত মাত্র একজন ক্যামেরাপার্সন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

ধ) নতুন সদস্যের ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি ৫০ দিরহাম জমা করতে হবে। সদস্য পদ গৃহীত হলে সেই মাস থেকেই তাকে ২০ দিরহাম করে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

ন) যেকোনো বিজ্ঞাপন বাবদ ২০ শতাংশ কমিশন প্রদান করা হবে। তবে বিল জমা হবার পর কমিশন প্রদান করা হবে। কোনোরূপ যাতায়াত ভাড়া প্রদান করা হবে না।

গঠনতন্ত্র রচয়িতাঃ

মামুনুর রশীদ
সহকারি সম্পাদক, বাংলা এক্সপ্রেস
সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউ.এ.ই

সানজিদা ইসলাম (এল.এল.বি)
সহ বার্তা সম্পাদক, বাংলা এক্সপ্রেস টিভি
সংবাদ পাঠক, বাংলাদেশ বেতার
আইন বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউ.এ.ই

গঠনতন্ত্র সংশোধনী : ২০২০

২০১৯-২০২০ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়।

সংশোধনী : ২০২৩

২০২২-২০২৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউ.এ.ই এর
সদস্য হতে আমিরাতে অবস্থানরত আগ্রহী সংবাদকর্মীরা
যোগাযোগ করুন।

Email: bdpressclubuae@gmail.com